বিআইডিএসের সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে গতকাল সভাপতির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● ছবি : প্রথম আলো

সুশাসন ছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থাকবে না

বিআইডিএসের সম্মেলনে বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

তিন দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুশাসন ছাড়া এই প্রবৃদ্ধি বেশি দিন বজায় থাকবে না। আগে নিম্ন অর্থনীতির দেশ হওয়ায় উন্নয়নের অনেক ক্ষেত্র ছিল, ফলে সুশাসন ততটা জরুরি ছিল না। এই পর্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে দেশে সুশাসন জরুরি।

রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে গতকাল রোববার 'বাংলাদেশ জার্নি : অ্যাক্সিলারিটিং ট্রান্সফরমেশন' (বাংলাদেশের যাত্রা : দ্রুততর রূপান্তর) শীর্ষক সম্মেলনে তাঁরা এসব কথা বলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে দুই দিনের এই সম্মেলন আয়োজন করেছে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)। গতকাল উদ্বোধনী দিনে কয়েক পর্বে সুশাসন, শিক্ষা, উন্নয়নের সম্ভাবনা, শ্রমবাজার, মা ও শিশুর পুষ্টি বিষয়ে আলোচনা হয়।

'বাংলাদেশ কি সুশাসন ছাড়া ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন করতে পারবে?'—এই পর্বে সুশাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক কাজী আলী তৌফিক। তাতে বলা হয়, অনেক ক্ষেত্রে সুশাসন না থাকার পরেও বাংলাদেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিস্ময়কর।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান বলেন, সুশাসন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়তো আরও কিছুদিন চলবে। শেষ পর্যন্ত এটি চলবে না। ৫ বা ১০ বছর পরে বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে রাতারাতি সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে না, মন্তব্য করে আকবর আলি বলেন, এখনই সুশাসনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হলেও আগামী ১০-১৫ বছরের আগে অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

এই পর্বের সভাপতি সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় থাকা না-থাকার চেয়ে, প্রবৃদ্ধি বাড়বে কি না সেটি আলোচনা হওয়া দরকার। এক দশক ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একই জায়গায় আটকে আছে। তিনি আরও বলেন, দেশের সবখানে সমঝোতার নির্বাচন দেখা যাচ্ছে। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমনটি হচ্ছে তা নয়। বিভিন্ন পেশাজীবীর ক্ষেত্রেও তা হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার কোনো প্রক্রিয়া নেই। স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে চলতে হচ্ছে। প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি না হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব পড়ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, ১৯৯০-এর দশকের পর থেকেই দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধরন স্থিতিশীল। এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু দেশে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি হলেও সেটি স্থিতিশীল হয়নি। বাংলাদেশে সুশাসন ছাড়াই প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এখন বড় প্রশ্ন, সুশাসন ছাড়া এই প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে কি না।

বাংলাদেশের রাজনীতি দোদুল্যমান হলেও অর্থনীতি ধারাবাহিকভাবে ভালো হয়েছে বলে মন্তব্য করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গুড গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ফেলো মির্জা হাসান। তিনি বলেন, দেশের রাজনীতিকেরা সমঝোতার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সুবিধা ভাগ করে নিয়েছে। একটি দল কুক্ষিগত না করে দলগুলোর মধ্যে সুবিধা ভাগ করেছে, যা প্রবৃদ্ধিকে ধরে রেখেছে।

উন্মুক্ত আলোচনায় সুশাসনের জন্য নাগরিকের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে মারামারি, বিশৃঙ্খলা অশান্তি তৈরি করছে, যা প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলবে। বিভিন্ন রকমের ফায়দা পেয়ে পেশিশক্তির লোকজন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করছেন। এঁদের অনেকের আধুনিক রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালনা করতে হয় সে বিষয়ে ধারণা নেই। তাঁদের লক্ষ্য টাকাপয়সা বানানো, পাচার করা।

বিআইডিএসের এই বার্ষিক আয়োজনের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব মো. জিয়াউল ইসলাম। এ সময় বিআইডিএসের মহাপরিচালক কে এস মুর্শিদ সম্মেলনের সারসংক্ষেপ এবং আলোচ্যসূচি বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

উদ্বোধনী পর্বের সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, সমাজ পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়নে মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। বাংলাদেশের রূপান্তর-প্রক্রিয়া চলছে। এটি শক্তিশালী করতে হবে। বর্তমান প্রবৃদ্ধি হারে ২০২৯ সালের মধ্য নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে মধ্য আয়ের দেশ হওয়া সম্ভব।